একটি বিয়ের গান

নারায়ণ পাল

(খুলনার বাগেরহাট অঞ্চল থেকে সংগৃহীত)

বাংলার উর্বরমাটি শুধু যে ভালো ফসল ফলাতে সক্ষম, তাই নয়। সকল বিষয়ে সফলতা দানকরতে কার্পণ্য করেনি কে ান দিন। অসংখ্য স্বয়ম্ভূ উদ্ভিদের মতো এদেশের গ্রামাঞ্চলে স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্টি হয়েছেঅজস্র ছড়া, কবিতা, গীত, র পকথা ইত্যাদি। বাংলার মনোরম প্রকৃতি,প্রশান্ত পরিবেশ, সেদিনের নিদ্বেগ সাংসারিক ভাবুক কে কবি করেতুলেছে, গ ায়ক করে এসেছে যুগে যুগে। এই সব কবিতা ও গানের মধ্যে অশিক্ষিত এবং স্বল্প শিক্ষিতমানুষের নিজের মনের সুখ - দুঃখের কথা বলা হয়েছে, এবং সামাজিক সমস্যাদিওসবার অলক্ষ্যে এসে প্রবেশ করেছে, এবং তাতে করে ছড়া, কবিতা ওগীতগুলো ব্যক্তিগত বৃত্তি কেটে বৃহত্তর পরিধির মধ্যে এসে পৌঁছেছে। তাতেসার্বজনীনতা এসেছে বলা চলে।

বাংলার সামাজিকঅনুষ্ঠানের মধ্যে বিবাহ একটি প্রধান স্থান অধিকার করে বসেআছে। এই সব বিবাহানুষ্ঠানে তখন অ াধুনিক কালের মাইকের ব্যবহার ছিল না।বাজনা বা সানাই বঁশীর প্রচলন থাকলেও সে ঐকতান সকল শ্রেণীর ম ানুষেরদোরগোড়ায় পৌছত না। অথচ বিবাহে সঙ্গীতের যেন কোথায় একটা মিল আছেসঙ্গীত শুধু আনন্দ দান মিলনও আনে। তাই বোধহয় বিবাহে সঙ্গীতের ব্যবস্থা।সুতরাং বিবাহের অঙ্গ হিসাবে শুধু নয় অনুষ্ঠানের ফাঁক ফুকরগুলোসঙ্গ ীতের পুডিং দিয়ে ভরাট করে আরও মনোরম করে তোলার চেষ্টাকরতেন এই বাংলার পুরকামিনীগণ। তাদের কণ্ঠস্বর হ ারমনিয়ম, সেতার, তানপুরায় সাধা ছিল না, ছিল পাখীরমতো সম্পূর্ণ স্বভাব-জ । সমবেত কোরাস পদ্ধতিতে বিবাহনুষ্ঠ ানের বিশেষসময়ে এই সব গীত গাওয়া হত।

বলাবাহুল্য এই গীতগুলোকার বা কাদের রচনা সে কথা আর জানবার উপায় নেই। তবেপ্রতেকটি গীতে গায়িকার ব্যথা বেদনা, ভাব-কল্পনা প্রবেশ লাভকরেছে। তার কারণ অত্যন্ত সহজ। গ্রামের অন্য কোন মেনকার ঘরেগৌরীর বিয়েতে গীত গাইতে গিয়ে নিজের ঘরের গৌরীর কথা মনে পড়েযাওয়া খুবই স্বাভাবিক, নিজের গৌরীকে সে কেমন করে মানুষ করেছিল, কতকষ্ট করে পাত্র যোগাড় করে বিয়ে দিয়েছে, এখন সে কোথায়, ভালো আছেতো? আর কবে দেখা হবে ? মেনকার কোল শূন্য করে গৌরী তার নিজের কোল পূর্ণ করে সুখে আছে তো ? প্রভৃতিভাবনাগুলো গানের সঙ্গে উদগত হয়েগানের সুর ও স্বরের সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে যাওয়া মোটেই অমূলক নয় ! ফলে গীতকারের গীতটাআব ার নতুন করে রমণসিক্ত হয়ে উঠেছে, এমন কি প্রয়োজন মতোগীতকারের মূল শব্দগুলে পরিবর্তিত হয়ে অন্য শব্দের প্রয়ে াগ হতেপারে। পল্লীর অশিক্ষিত, অর্ধ - শিক্ষিত রমণীদের উচচারণ -বৈকল্যে শব্দের পরিবর্তন আসাও অস্বাভাবিক নয়। এখানে উল্লেখ করা বাহুল্য হবেনা যে কোন একটা গীত কোন একজন গীতকারের একার রচনা নাও হতে পারে।গায়িক াদের মুখ থেকে কানে, আবার কান থেকে মুখে যাতায়াত করতে করতেএই সব গীতের জন্ম হয়েছে। একটি গীত বা গ ানের উল্লেখ করা যাক।

উত্তরদে আইছরে শিবই বাঁশিটি বাজায়ে
কতবড় হইছরে মালা না হইছে তোমার বিয়ে।
আমারসঙ্গে চলরে মালা দিব মন্দা শাড়ী
তোমারসঙ্গে গেলিরে জয়দার বনে বাপের যাবে মান
তোমারবাপের মনরে রাখব বনমালা
সবারমাঝে টাকা দিয়ে।

গীত - এর বিষয় বস্তু সহজ, শিব নামক বাঁশি বাজিয়েএসেছে উত্তর দেশ থেকে। মালার প্রতি অনুরক্ত হয়ে তার বয়স বেড়ে যাবারঅজুহাতে তাকে নিয়ে জয়দার নামক কোন এক বনে গমন করতে চায়। কিন্তু বাধসাধল বনমালা নিজেই। ক ারণ এতে তার বাবার সম্মান ক্ষুন্ন হয়ে যাবারসম্ভাবনা। কিন্তু শিব একটা প্রবল যুক্তি খাড়া করল। সে বলল বনমালার ব াবারসম্মান রক্ষা করবে সবার মধ্যে টাকা দিয়ে।

গীতকার সন্দেহতীত ভাবে দক্ষিণ দেশের লোককারণ শিবকে উত্তর দেশের থেকে আনা হয়েছে তবে হাতে বাঁশী দেয়া হয়েছে।নামটা শিব, হাতে কিন্তু ত্রিশূল নয়, বাঁশী। প্রথমে শৈব প্রভাব পরেকৃষ্ণ প্রভাব। শিবের সঙ্গে কৃষ্ণের এই রূপ মিলন কোনশাস্ত্রকার করেছেন জানা নেই কিন্তু গীতকার তার মিলন ঘটিয়েছেন বিনা দ্বিধায়।ভান্ডিবনে কৃষ্ণকে কালী হতে দেখেছি, কিন্তু কোন বনে শিব কৃষ্ণসেজেছিল , সে কথা অজানা। শিব যার প্রতীকই হন না কেন গ্রাম বাংলারতার একটা প্রবল আধিপত্যআছে, এই আধিপত্য স্থাপিত হয়েছেদেবতা শিবের লৌকিক কাহিনীর প্রভাবে সেটা অস্বীকার করে ল াভনেই। গৌরীর সঙ্গে শিবের বিয়ে করতে আসা প্রভৃতি বাংলার সামাজিকবিবাহানুষ্ঠানের সঙ্গে একীভূত হয়েগেছে অথবা বলা যায় বাংলার এই সামাজিক অনুষ্ঠানকে শিব-গৌরীর কাহিনীরমধ্যে পুরে দিয়ে বাংলার কাহিনীকারগণ আয়ন ায় নিজেদের মুখ দেখতেচেয়েছেন। বাংলার বিবাহানুষ্ঠানে শিব-গৌরীর প্রবেশাধিকারউদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বাংলার ছড়ায়, বাংলার লৌকিক কাহিনী গুলোতেরূপকথায়, এর অবাধ চলাচল, শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান। শিব গেল্লাশুরবাড়ী বসতে দিল পিঁড়ে, অশথের পাতা ধনে গৌরী বেটি কনে।প্রভৃতি চরণ গুলো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ যখন ভক্তের কাঁধে চড়ে দেবতারমন্দিরে প্রবেশ করছেন তারপর থেকে তার দীর্ঘ প্রভ াব গ্রামবাংলার লোকের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে তার কারণ কৃষ্ণেরব্রজকাহিনী বাঙালীর জিহ্বায় অমৃতস্বাদ এনে দিতে সক্ষম হয়েছে। শিবের বিয়েআর কৃষ্ণের প্রেম দুই স্বাদের দুই পৃথক বস্তু, একটা তে আছে ঘরবাঁধা অন্যটিতে আছে ঘর ভাঙ্গা। কিন্তু গীতকারের লেখনীতে এর অপূর্ব মিলন---রসিক জন বটেন গীতকার।

দ্বিতীয় চরণটি লক্ষ্য করার মতো। ভকত বড়হইছরে মালা না হইছে বিয়ে। বন মালার বয়স হওয়ায় তার বাম-মায়ের তেমনকোন চিন্তা না থাকলেও উত্তরদেশবাসী শিবের খুব চিন্তা। কাজেইপ্রচন্ডসহানুভূতির সঙ্গে বনমালাকে বলতে হল, আমার সঙ্গে চলরেবনমালা....। বনমালাকে বেশ লোভও দেখানো হল দিব মন্দার শাড়ী মন্দার শাড়ীটিকিদিয়ে তৈরী তা বর্তমান লেখকের জানা নেই তবে শাড়ীটি বেশ লোভনীয় তাবোঝা যায়। প্রথমতঃ নারীকে শাড়ীর লোভ দেওয়া তার উপর মন্দারশাড়ী, নিশ্চয়ই কোন উৎকৃষ্ট ধরনের শাড়ী তা না হলে তার মনভোলানো সম্ভব নয় আর মন ভোলাতে না প ারলে এই ধরনের একটা সাংঘাতিককাজের ঝুকি নেওয়া ও ঠিক নয়। মান্দার শাড়ীটি যা দিয়েই তৈরী হোক নাকেন তা যে মনের খুব গাঢ় রসে ভে জানো তাতে আর সন্দেহ নেই।
এই অংশে নিম্নলিখিত চরণ দুটির বেশ মিল খুঁজেপাওয়া যায় ঃ--

কঠিনতোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার প্রাণ
এমনযইবন তোমার যায় অকারণ।
কঠিনতোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার হিয়া,
এমনযইবন কালে নাহি দিছে বিয়া।

(মহুয়াঃ মৈমন সিংহগীতিকা)

আলোচ্য গীতাংশ এবং উদ্ধৃত চরণ চতুষ্টয়যমজ সন্তান না সহোদর বা সহোদরা হতে পারে। জন্ম কাল বিচারে দুটি সমসাময়িক কিনা সেটাপন্ডিতেরা বিচার করবেন কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে দুটির জন্মই হচ্ছেএকই মনের মাটিতে। সে মাটি বিদেশ থেকে ধার করা আমদানি করা মাট নয়,বরং বলা চলে তিল তিল করে সঞ্চিত বাংলার ভাবকল্পনার স্বাভা বিক স্রোতধারায় জন্মে ওঠা পাললিক মাটি। এ মাটি বাঙালীর বুকের কাছে রেখেপালন করা পলি মাটি মা যদি দ্বিচারিনী না হন তবে সন্তানদের মধ্যে পিতামাতার আকৃতি ও প্রকৃতি গত মিল থাকাও স্বাভাবিক হয়তো সেইকারণেই চরণে চরণে মিল এসে গেছে।

সে যাই হক, মন্দার শাড়ীর লোভ দেওয়ায় বনমালায়মনটা কিঞ্চিৎ সিক্ত হয়ে উঠলেও শিবেরমনবাসনা পূরণ হল না। বনমালা মহুয়ার (মৈমন সিংহ গীতিকা)মতো তেলে বেগুনে ছ্যাৎ করে ওঠেনি। মহুয়া নদের চাঁদকে বলে ছিল,

লজ্জা নাই নিলর্জ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রেতর্
গলায়কলসী বাইন্দা জল ডুব্যা মর।

অবশ্য খড়ের আগুন ধপ করে জ্বলে উঠলে ধপকরে নেভে। মহুয়া ধপ করে নিভেছিল, কিন্তু আমাদের বনমালার বোধহয় তাঘটেনি। সে বলেছিল,

তোমারসঙ্গে গেলেরে জয়দার বনে
বাপেরযাবে মান।

পিতার সম্মানের দিকে তাকিয়ে বনমালা শিবইয়েরসঙ্গে জয়দার বনে যেতে চাইল না। সামাজিক বন্ধন বোধ বলনমালার অনেক বেশী। কিন্তুশিবই ছাড়ার পাত্র নয়। শাড়ীর আঠা দিয়ে যখন ফড়িং ধরা গেল না তখন সেঅপর এক নতুন পথ অবলম্বন করল, বললতোমার বাবার সম্মান রক্ষা করব সবার মধ্যে টাকা দিয়ে। মেয়েকেফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে টাকা ছড়িয়ে বাবার মানরক্ষা করার নামে সবারমুখ বন্ধ করবার মতো টাকা হয়েতোশিবের থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু বনমালার দরিদ্র পিতার সামান্যতম দুর্বলতারসুযোগ নিয়ে তাকে অপমান করবার মতো স্পর্ধা উত্তর দেশবাসী শিবের ন াথাকলেই ভালো হত। জানিনা এই শিবই কত উত্তরে বাস করে ! উত্তরবঙ্গের মালদা, দিনাজপুরপাবনা, কোচবিহার, দা র্জিলিং -এর কোন জায়গায় ? না, আরও উত্তরে হিমালয় ? কৈলাসে ? সে যেখানে বাস করেকক কিন্তু দক্ষিণ দেশব াসীর উপর এই আচরণ গাঁজা খাওয়ানেশাগ্রস্ত মতিভ্রম কোচকামিনী আসক্ত মানুষের মতো আচরণ মনে হয়, ঐধরনের ব্যবহার উচিত নয়, কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা এখানেই সীমাবদ্ধনয়,, এই টাকা দিতে টাওয়ার পেছনে রয়েছে পণপ্রথার একটি নগ্ন- ইঙ্গিত। একদিন আমাদের দেশে টাকার বিনিময় যে কোন মেয়েকে বিয়ে করাযেত। আজ অবশ্যি চ াকা ঘুরে গেছে, এখন ছেলে বিক্রি হয়। যেদিন মেয়ের বাজারদর খুব চড়া ছিল তখনকার দিন বনমালা বাবাকে টাকা দিতেচেয়েছিল শিবই। কাজেই অপরাধ তার নয়, সমাজের, সমাজব্যবস্থার।

সে যাই হক, সেই বনমালা আজ কোথায় ? তার বাবা শিবের টাকা গ্রহণকরেছিল কিনা জানি না, জানিনা, তাতে আম াদের বনমালার মন ভিজেছিল কিনা, মনযদি ভিজেও থাকে তবে সে মন তাতে ডুবল কিনা, যদি ডুবে থাকে তবে এক রকমভালো, আর যদি তা না হয়ে থাকে তবে এই বনমালার অবস্থা এমন কি হয়েছেকে জানে !

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com